সহীহ শামায়েলে তিরমিযী

হাদিস নাম্বারঃ ৪৪

৮. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ (باب ما جاء في لباس رسول الله ﷺ)

আরবী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ " .

বাংলা

পোশাক পরিধান করা কোন ক্ষেত্রে ফরয, কোন ক্ষেত্রে হারাম, কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব, আবার কোন ক্ষেত্রে মুবাহ। ফরয পোশাক হলো এতটুকু পরিধান করা, যা দ্বারা সতর আবৃত করা যায়। মুস্তাহাব হলো যার ব্যাপারে শরীয়ত উৎসাহ দান করেছে। যেমন- দু'ঈদে উত্তম পোশাক পরিধান করা। মাকরূহ ঐ পোশাক, যা পরিধান করতে উৎসাহিত করা হয়নি। যেমন- ধনীদের সর্বদা ছিন্ন ও পুরাতন কাপড় পরিধান করা। হারাম ঐ পোশাক, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেমন- পুরুষের জন্য ওজর ব্যতীত রেশমী কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় পোষাক ছিল কামীস:

৪৪. উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোষাক হিসেবে 'কামীস' বা জামা সর্বাধিক পছন্দ করতেন।[1]

English

Ummul Mu-mineen, Ummi Salamah Radiyallahu 'anha relates: "Of all the clothing, Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam preferred wearing the qamis (Thowb, kurtaa) the most".

ফুটনোট

[1] ইবনে মাজাহ, হা/৪০২৭।

ব্যাখ্যা

বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহর বিভিন্ন ধরনের জামা পরিধান করতেন। তাঁর কোনটির দৈর্ঘ্য ছিল টাখনু অবধি। কোনটি কিছুটা ছোট, যা হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত ছিল। আবার কোনটির হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। কোনটির হাতা কিছুটা ছোট, যা কব্জি পর্যন্ত ছিল।

পুরুষের পোশাক পরিধানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বিশেষ দিক অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি পুরুষের পোশাকের নিচের অংশ পায়ের গোড়ালী থেকে উপরে রাখার আদেশ করেছেন এবং গোড়ালীর নিচে পাজামা, লুঙ্গি, জামা বা কোন পোশাক পরিধান করতে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর লুঙ্গি ও জামা ‘টাখনুর’ উপরে থাকত। সাধারণত তিনি পোশাকের নিচের অংশ হাঁটু ও গোড়ালীর বরাবর বা ‘নিসফে সাক’ পর্যন্ত পরিধান করতেন। বিভিন্ন হাদীসে তিনি মুসলিম উম্মাহর পুরুষগণকে এভাবে পোশাক পরিধান করতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং মুসলিম পুরুষের জন্য স্বেচ্ছায় টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করা হারাম। আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দাম্ভিকতার সাথে নিজের পোশাক ঝুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তাঁর দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।[সহীহ বুখারী, হা/৩৬৬৫; সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৭৮।]

মুসলিমের পোশাকের নীতি :

(১) পুরুষের পোশাক রেশমী হবে না।

(২) পোশাক সতর ঢাকার মতো হবে।

(৩) পুরুষের পোশাক মহিলাগণ পরবে না। আর মহিলা পুরুষের পোশাক পরবে না।

(৪) পোশাক যেন অহংকার প্রকাশার্থে না হয়।

(৫) পুরুষরা টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করবে না।

(৬) ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বনার্থে তাদের পোশাক পরিধান করা যাবে না।

The 'ulama have written different reasons for Sayidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam preferring to wear a qamis (Thowb, kurtah). Some say it is because it covers the body well and
covers it better than a lungi etc. Some say because it is 'qumait' and besides it is less of a burden on the body, whereas a sheet has to be straightened every now and then. Some

are of the opinion that it does not create pride in a person, as other clothing does. According to this humble servant the reason is because it covers the satr well, and the same time it is neat, whereas in some clothing there is less beauty, like the lungi, or it does not cover the satr well, like the top sheet. The eighth hadith in this chapter seems contrary to this hadith. lt shall be compared and reconciled there.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=48958

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন